Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং-	তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

"দিনাজপুরের বেদানা লিচু"

GI Journal No. 52

Published on : 19 SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্রঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফিঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষাঃ

(১) সকল আবেদন পত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষরঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতিঃ কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদিঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (Mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ, এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ .এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদনঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস
অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৫৯

আবেদনের তারিখ: ১২-০২-২০২৪ খ্রি.

ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য "দিনাজপুরের বেদানা লিচু", যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নামঃ **"দিনাজপুরের বেদানা লিচু"**

শ্রেণিঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নামঃ জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।

খ) ঠিকানাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ

উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ এক প্রকার তাজা ফল (শ্রেণি: ৩১)।

ঙ) স্পেসিফিকেশনঃ

১. লিচু একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় ফল।

২. লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম: *Litchi chinensis*

৩. দিনাজপুরে বেদানা লিচুর চাষ হয় সবচেয়ে বেশি।

৪. কাঁচা অবস্থায় লিচুর খোসা সবুজ ও কাঁটাযুক্ত একটি অমসৃণ ফল এবং পাকা অবস্থায় লিচুর খোসা উজ্জ্বল গোলাপী এবং একটি মসৃণ খোসাযুক্ত ফল।

৫. বেদানা লিচুর খোসা খুব পাতলা হয় এবং বীজ অনেক ছোট আকারের হয়।

৬. দিনাজপুরের লিচুর গড় ওজন ২৫-৩৫ গ্রাম। দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. এবং প্রস্থ ৪ সে. মি.।

৭. শাঁস ও বীজের অনুপাত ২৮:১।

৮. বেদানা লিচু অন্যান্য লিচুর পরে মৌসুমের শেষ সময়ে পরিপক্ক হয়।

৯. দিনাজপুরের বেদানা লিচুর খোসা এবং বীজ বাদ দিয়ে লিচুর সম্পূর্ণ অংশ খাওয়া যায়।

১০. লিচুর মধ্যে জলীয় অংশ ছাড়াও আমিষ, চর্বি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন এ, বি১, বি২, সি ইত্যাদি রয়েছে, যা আমাদের শরীরে পুষ্টি জোগায়।

১১. লিচু গাছ একটি চিরহরিৎ গাছ।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

দিনাজপুরের বেদানা লিচুর আকার অনেক বড় এবং গোলাকার হয়। প্রতিটি বেদানা লিচুর ওজন প্রায় ২৫-৩৫ গ্রামের মতো হয়। লিচুর রঙ কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ হয়। পরিপক্ক হওয়ার সময় হালকা গোলাপী রঙ ধারণ করে এবং পাকা অবস্থায় কাঁঠালি টাইপ উজ্জ্বল গোলাপী রঙের হয়। বেদানা লিচুর খোসা খুব পাতলা হয় এবং বীজ অনেক ছোট আকারের হয়। লিচুর খোসা এবং বীজ বাদ দিয়ে বেদানা লিচুর সম্পূর্ণ অংশ খাওয়া যায়। বেদানা লিচু অন্যান্য লিচুর পরে মৌসুমের শেষ সময়ে পরিপক্ক হয়। শাঁস ও বীজের অনুপাত ২৮:১। বেদানা লিচু রসালো এবং স্বাদযুক্ত হয়। বেদানা লিচু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। বোলতা, বিছে কামড়ালে এর পাতার রস ব্যবহার করা যায়। কাঁশি, পেটব্যাথা, টিউমার এবং গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি দমনে লিচু ফল কার্যকর।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

ছবি ১: বাগানে মুকুলসহ লিচুগাছ

ছবি ২: লিচুর মুকুলসহ লিচুগাছ

ছবি ৩: বাগানে ফলসহ লিচুগাছ

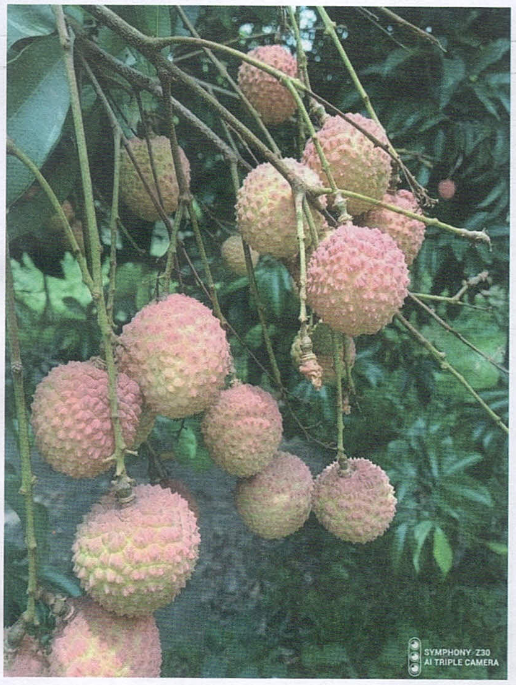

ছবি ৩: কাঁচা/ অপরিপক্ক লিচু

ছবি ৪: পরিপক্ক লিচু বাগান থেকে সংগ্রহকরণ

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্রঃ

১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বর্তমান দিনাজপুর জেলা। এই জেলার ৬টি উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় বেদানা লিচুর। এর মধ্যে সদর উপজেলার কসবা, সৈয়দপুর, মাসিমপুর, মাহমুদপুর, নশিপুর এবং জয়দেবপুর উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিরল উপজেলার মাধববাটি, রসুরশাহপুর, রানীপুকুর, মংগলপুর, মাটিআনদিঘী, আজিমপুর, লক্ষীপুর, জগতপুর ও রাজুরিয়া, বোচাগঞ্জ উপজেলার রামপুর, বড় সুলতানপুর, ভাদুয়ারী, জিন গাও, বড়বালিহারা ও দৌলা, বীরগঞ্জ উপজেলার চাকাই, কল্যানী, পাল্টাপুর, ধূলাউড়ি, মরিচা ও শিবরামপুর, চিরিরবন্দর উপজেলার গলাহার, আরাজিগলাহার, কাদরা, কৃষনপুর ও জয় এবং বিরামপুর উপজেলার শিমুলতলী, দূর্গাপুর ও মামুদপুরে অধিক পরিমাণ লিচু উৎপাদিত হয়।

দিনাজপুরের লিচু উৎপাদন অঞ্চল মানচিত্রে দেখানো হলো

পৃষ্ঠা -০২

চিত্র ১: মানচিত্রে দিনাজপুরের বেদানা লিচু উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল):

২০১৩ সালে জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর কর্তৃক প্রকাশিত 'সম্ভাবনাময় দিনাজপুর' বইয়ে বলা হয়েছে, "দিনাজপুর জেলা লিচুর জন্য বিখ্যাত। এ জেলায় বাংলাদেশের সেরা লিচু উৎপাদন করা হয়। এ জেলায় লিচু চাষে ব্যবহৃত ৩৭০৫ একর জমির অধিকাংশই বিরল ও সদর উপজেলায়। এই লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে এমনকি দেশের বাইরেও রপ্তানি হয়। গিফট আইটেম হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা এবং বৃটেনেও এই লিচু সুনাম অর্জন করেছে।" এছাড়া, জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুরের যৌথ উদ্যোগে ২০২৩ সালে দিনাজপুর জেলা থেকে প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে পরীক্ষামূলকভাবে লিচু রপ্তানি করা হয়। এর মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দিনাজপুর হতে লিচু রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

জেলা ব্র্যান্ডিং ট্যাগলাইন "চাল-লিচুতে ভরপুর, জেলার নাম দিনাজপুর" নির্ধারণ করে ২০১৮ সালে প্রকাশিত জেলা ব্র্যান্ডিং বইয়ের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে, "তাছাড়া মাটির গুণগত মানের কারণে এ জেলায় লিচুর চাষ ভাল হয়। ২০১৫-২০১৬ সালে দিনাজপুর জেলার ৪,৭৭০ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অনুজীবের সহজপ্রাপ্যতা ও মিথজীবীর সহাবস্থান অন্য জেলার মাটি থেকে এ জেলাকে পৃথক করেছে, যা লিচু চাষের জন্য উপযোগী। লিচু চাষ এ জেলার মানুষের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে আছে যে, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার মাশিমপুর, আউলিয়াপুর, উলিপুর, ঘুঘুডাংগা, কসবা, হামজাপুর ইতোমধ্যে লিচু পল্লী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। লিচু চাষকে ঘিরে এ জেলায় মৌসুমী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বলা যায়, কৃষিজপণ্য এ জেলার মানুষের অস্তিত্বের সাথে গেঁথে আছে। সৌজন্যমূলক উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ও এই জেলাবাসী সুগন্ধিচাল ও লিচুকে প্রাধান্য দেয়।"

জনপ্রিয় আঞ্চলিক 'হামার দিনাজপুর' গানে আছে, "জেলা হামার দিনাজপুর রংপুর ও বিভাগ/কাটারী আতপের ঘ্রান নাকে নিলে জুড়ায় প্রাণ/দুলে দুলে সোনা ফলে হীরার মতো লিচু দোলে...।" অন্য গানে আছে, "গোপালভোগ আর লিচু যে ভাই/মজা করে খাই..." দিনাজপুর নিয়ে অন্য গানে আছে, "কহে জেলার মানুষ আমরা, কহে কতজনা, দিনাজপুর যে ধানের রাজা আম লিচু দারুণ মজা এইলাকা কথা স্মরণে মোর কইবা চাহনা"

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতিঃ

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস কলমের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বছরের যেকোন সময়েই বেদানা লিচুর চারা লাগানো যায়। ৮-১০ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের সময় গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার অভিযোজন দ্রুত হয়। চারা রোপণের জন্য বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১২০০ মি.মি. এর আশেপাশে হলে ভালো, আর্দ্রতা ৭০-৮০% লিচু চাষের জন্য উপযোগী।

পানি জমে না এমন বেলে দোঁআশ মাটি লিচু চাষের জন্য উপযোগী। নিকাশযুক্ত উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম। তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে লিচুর চাষ ভাল হয়। চারা রোপণের সময় সব দিকে ৩ ফিট আকারের গর্ত করতে হয়। বেদানা লিচুর চারা ২০-২৫ ফুট অন্তর অন্তর রোপণ করা প্রয়োজন। বেদানা লিচুর চারা রোপণের মাসখানেক আগে গর্ত করে নিতে হয় এবং রোপণের সময় সার দিতে হয়।

প্রতি গর্তে টিএসপি সার ৭০০ গ্রাম, এমওপি সার ৪৫০ গ্রাম, জিপসাম সার ৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৬০ গ্রাম ও জৈবসার ২৫ কেজি দিতে হয়। এর ১০-১৫ দিন পর মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হয়। রোপণের ৩ মাস পর ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা দরকার। পূর্ণ বয়স্ক ফলন্ত গাছের জন্য টিএসপি সার ৩.৫ কেজি, এমওপি সার ২ কেজি, জিপসাম সার ২৬০ গ্রাম, জিংক সালফেট সার ৬০ গ্রাম। গোবর ১৫ কেজি এবং ৯ কেজি ছাই প্রয়োগ করা জরুরী।

গাছের গোড়ায় নিয়মিত সেচ দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন গোড়ায় পানি জমে না থাকে। লিচু গাছের গোড়ায় ১২ ঘন্টার বেশি পানি জমে থাকলে লিচু গাছ ফলন দেয় না। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার রাখতে হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হয়। কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দেয়া দরকার। ৪ বছরের আগে ফলন নিলে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ফলন কম হয়। লিচুর খোসার কাঁটা চ্যাপ্টা হয়ে যখন মসৃণ হয় এবং ফলের গায়ে লালচে গোলাপী বর্ণ ধারণ করে তখন কিছু পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে থোকায় থোকায় লিচু সংগ্রহ করা হয়। এতে ৪-৫ দিন ভালো থাকে নতুবা পাতা ছাড়া লিচু দ্রুত শুকিয়ে সজীবতা হারায়।

সংগ্রহের পর ফলের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য সঠিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। প্রি কুলিং গাছের তাপ দূরীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে পলিথিন বা মাদুর বিছিয়ে যত্ন সহকারে রেখে লিচু পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। নইলে লিচু শুকিয়ে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়।

ভালো দাম পাওয়ার জন্য লিচুর গাদার চারপাশে বসে লিচু বাছাই করে গ্রেডিং করা হয়। এ সময় খেয়াল করে রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, নষ্ট, ফেটে যাওয়া এবং অস্বাভাবিক আকৃতির লিচু সরিয়ে ফেলা হয়। ফলের আকার আকৃতি, পরিপক্কতার পর্যায়, ফলের রঙ, ফলের ওজন অনুযায়ী (এ, বি, সি) বিভিন্ন গ্রেডে বিভক্ত করা হয়। মিশ্রিত অবস্থায় লিচুর থোকা বাঁধলে বাজার মূল্য কম হয়। গ্রেডিং করে থোকা বাঁধলে আকর্ষণীয় হয় বলে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। স্বল্প পরিমাণ খারাপ লিচু সমস্ত ফলকে নিম্নমান করে ফেলে, এজন্য গ্রেডিং পদ্ধতি লিচু চাষিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফলের সতেজতা ধরে রাখা, আঘাতজনিত ক্ষতি হতে রক্ষা ও নিরাপদ পরিবহনের জন্য প্রয়োজন ভালো প্যাকেজিং পদ্ধতি। ক্রেটস বা ফাইবার বোর্ড কার্টুন ব্যবহার করলে অনেক দূর পরিবহনেও ফলের ক্ষতি হয় না এবং ফল সতেজ এবং অক্ষুণ্ণ থাকে।

লিচু প্রক্রিয়াজাত করে জ্যাম, জেলি, জুস, পুডিং, শরবত ও বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরি করা যায়। এ ছাড়া লিচুর থোকা ডিপ ফ্রিজে রেখেও কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ

দিনাজপুরের বেদানা লিচুর খোসা খুব পাতলা হয় এবং বীজ অনেক ছোট আকারের হয়। দিনাজপুরের লিচু রসালো এবং স্বাদ বেশি।

ট) ব্যবহারকালঃ

অনেক আগে থেকে দিনাজপুরে লিচু চাষ হলেও ১৯৮০ সালের দিক থেকে এর বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে।

ঠ) **বাণিজ্যিক এলাকাঃ**

দিনাজপুরের বেদানা লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে এমনকি দেশের বাহিরেও রপ্তানি করা হয়। জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুরের যৌথ উদ্যোগে ২০২৩ সালে দিনাজপুর জেলা থেকে প্রথমবারের মত ফ্রান্সে পরীক্ষামূলকভাবে লিচু রপ্তানি করা হয়। এর মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দিনাজপুর হতে লিচু রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। গিফট আইটেম হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা এবং বৃটেনেও এই লিচু সুনাম অর্জন করেছে।

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামার বাড়ি), দিনাজপুর, পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

ড) তথ্যসূত্রঃ

১. দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। ড. মাসুদুল হক। প্রকাশকাল: ২০০৮; পৃষ্ঠা- ১৭

2. আমি কৃষক মতিউর | বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর | সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১১
https://www.banglanews24.com/feature/news/bd/58097.details

৩. সম্ভাবনাময় দিনাজপুর | জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর | প্রকাশকাল : ২০১৩;

৪. জেলা ব্র্যান্ডিং বুক, জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর, প্রকাশকাল: ২০১৮; পৃষ্ঠা- ৭৩।

5. লিচু, কৃষি তথ্য সার্ভিস।
https://ais.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ais.portal.gov.bd/krishi ebook/803fa834 c791 4d59 8bef 76fe5dc27863/Lichu.pdf

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সি.টি.পি শাখা–(গ)–১১২/২০২৩-২০২৪/(শিল্প)–১২-০৮-২০২৪–১৫০ বই।

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.